।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।।

পূর্বে কয়েকটা অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন। অধ্যায় ৪/১৯-এ তিনি বলেছিলেন যে, যে পুরুষ নিয়ত কর্মের আচরণ আরম্ভ করেছেন এবং সেই আচরণ ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে কামনা ও সংকল্প সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে গেছে, সেই সময় তিনি যা' জানতে চাইবেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে যাবে, সেই অনুভূতিকেই জ্ঞান বলে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানকে পরিভাষিত করলেন, '**অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।**'-আত্মজ্ঞানে একরস স্থিতি এবং তত্ত্বের অর্থস্বরূপ পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শনকে জ্ঞান বলে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-এর বিভেদ বিদিত হবার পরেই উদয় হয় সেই জ্ঞান। জ্ঞানের তাৎপর্য শাস্ত্রার্থ নয়। সকল শাস্ত্র মুখস্থ করাই জ্ঞান নয়। অভ্যাসের সেই অবস্থাকে জ্ঞান বলে, যেখানে সেই তত্ত্বকে জানা সম্ভব হয়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের সঙ্গে যে অনুভূতি হয়, তাকে জ্ঞান বলা হয়, এর বিপরীত সবই অজ্ঞান।

এইরূপ সবকিছু বলার পরেও বর্তমান অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, অর্জুন! সেই জ্ঞানের মধ্যেও যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তা' আমি পুনরায় তোমাকে বলব। যোগেশ্বর তারই পুনরাবৃত্তি করবেন; কারণ '**শাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিয়।**' যে শাস্ত্রসম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তন করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রও বার বার দেখা উচিত। কেবল এতটাই নয়, যেমন যেমন আপনি সাধন-পথে এগিয়ে যাবেন, ইষ্টের যত কাছে যাবেন, তেমন তেমন ব্রহ্মের কাছ থেকে নতুন নতুন অনুভূতি পাবেন। এই সকল অনুভব সদ্গুরু মহাপুরুষই প্রদান করেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি পুনরায় বলব।

স্মৃতিপট এমন যার উপর সংস্কারের অঙ্কন সর্বদা হতে থাকে। যখন পথিকের ইষ্টকে জানার জ্ঞান অস্পষ্ট সেই স্মৃতিপট হতে শুরু করে তখন প্রকৃতি অঙ্কিত হতে থাকে, যা' বিনাশের কারণ। সেইজন্য সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সাধককে ইষ্ট-সম্বন্ধী অনুভবের আবৃত্তি করা উচিত। আজ স্মৃতি স্পষ্ট হলেও; যখন পরের অবস্থাগুলিতে সাধক পৌঁছবেন, তখন এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। সেইজন্য 'পূজ্য মহারাজজী

বলতেন যে ব্রহ্মবিদ্যার চিন্তন প্রতিদিন করবে, একমালা প্রতিদিন ঘোরাবে। মালা চিন্তনদ্বারা ঘোরানো হয়, বাহ্য জগতের মালা নয়।

এই নিয়ম সাধকের জন্য; কিন্তু যিনি বাস্তবিক সদ্গুরু, তিনি সতত সেই পথিকের মার্গদর্শন করেন। অন্তরে জাগ্রত হয়ে এবং বাইরে নিজের ক্রিয়া-কলাপ-এর দ্বারা তাঁকে প্রত্যেক অভিনব পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মহাপুরুষ ছিলেন। অর্জুন শিষ্যের স্থানে ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, ভগবন্! আমাকে রক্ষা করুন, সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, জ্ঞানসকলের মধ্যে অতি উত্তম জ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলব।

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১।।

অর্জুন! সকল জ্ঞানের মধ্যে অতি উত্তম জ্ঞান, পরম জ্ঞান আমি পুনরায় তোমাকে বলব (যা' পূর্বে বলেছেন), যার সম্বন্ধে জানার পর মুনিগণ এই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে পরমসিদ্ধিলাভ করেন (যার পর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না।)।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২।।

এই জ্ঞান '**উপাশ্রিত্য**'—এই জ্ঞান আশ্রয় করে, ক্রিয়ার আচরণ করে, সান্নিধ্যে এসে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত পুরুষগণ সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালে অর্থাৎ শরীরান্তের সময় ব্যাকুল হন না; কারণ মহাপুরুষের শরীরান্ত তখনই হয়ে যায়, যখন তিনি স্বরূপলাভ করেন। তার পরে তাঁর শরীর নিবাসস্থানরূপে থাকে। পুনর্জন্মের স্থান কোথায়, যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।৩।।

হে অর্জুন! আমার 'মহদ্ব্রহ্ম' অর্থাৎ অষ্টধা মূল প্রকৃতি সর্বভূতের উৎপত্তির কারণরূপ যোনি এবং তাতে আমি চেতনরূপ বীজ স্থাপন করি। সেই জড়-চেতন-এর সংযোগে সর্বভূতের সৃষ্টি হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪।।

কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল দেহ উৎপন্ন, তাদের সকলের '**যোনিঃ**'- গর্ভধারিণী মাতা অষ্টধা মূল প্রকৃতি এবং আমিই বীজস্থাপনকর্তা পিতা। অন্য কেউ মাতাও নয়, পিতাও নয়। যতক্ষণ জড়-চেতন-এর সংযোগ হবে, জন্ম হতেই থাকবে, নিমিত্ত কেউ না কেউ হবেই। চেতন আত্মা জড় প্রকৃতিতে কেন আবদ্ধ হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন-

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫।।

মহাবাহু অর্জুন! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে। কিরূপে?–

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎপ্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬।।

নিষ্পাপ অর্জুন! এই গুণত্রয়ের মধ্যে উদ্ভাসিত নির্বিকার সত্ত্বগুণ '**নির্মলত্বাৎ**'- নির্মল সেইজন্য সুখ এবং জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা আত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণও বন্ধনই। পার্থক্য এতটাই সুখ কেবল পরমাত্মাকে এবং জ্ঞান সাক্ষাৎকারকে বলা হয়। সত্ত্বগুণী ততক্ষণ আবদ্ধ, যতক্ষণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার না হয়।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭।।

হে অর্জুন! রজোগুণ রাগাত্মক। একে তুমি '**কর্মসঙ্গেন**'- কামনা ও আসক্তি থেকে উৎপন্ন জানবে। রজোগুণ জীবাত্মাকে কর্ম ও তার ফলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। এই গুণ কর্মে প্রবৃত্তি প্রদান করে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮।।

অর্জুন! তমোগুণ সকল দেহধারীগণকে মোহযুগ্ধ করে, একে তুমি অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন জানবে। এই গুণ আত্মাকে প্রমাদ অর্থাৎ ব্যর্থ চেষ্টা, আলস্য (যে,

কালকে করা হবে) এবং নিদ্রাদ্বারা বদ্ধ করে। নিদ্রার অর্থ এই নয় যে, তমোগুণী বেশী ঘুমায়। দেহ শয়ন করে, এইরূপ নয়। **'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।'** এই জগৎ রাত্রিরূপ। তমোগুণী ব্যক্তি এই জগৎরূপ রাত্রিতে দিবা-রাত্রি ব্যস্ত থাকে, প্রকাশ স্বরূপের দিক্ থেকে অচেতন থাকে। তমোগুণী নিদ্রা একেই বলে। যিনি এর মধ্যে আবদ্ধ, তিনিই নিদ্রিত। এখন গুণত্রয়ের বন্ধনের সামূহিক স্বরূপ বলছেন-

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯।।

অর্জুন! সত্ত্বগুণ সুখে, শাশ্বত পরমসুখের ধারাতে প্রবৃত্ত করে, রজোগুণ কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্যর্থ চেষ্টাতে প্রবৃত্ত করে। গুণ যখন একস্থানে, একটা হৃদয়েই থাকে তখন কিরূপে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হয়? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০।।

হে অর্জুন! সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়, সেইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। এইরূপ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। কিরূপে জানা যাবে যে, কখন, কোন্ গুণটি অধিক সক্রিয়?–

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১।।

যে কালে এই দেহে, অন্তঃকরণে এবং সকলেন্দ্রিয়ে ঈশ্বরীয় প্রকাশ ও বোধশক্তি উৎপন্ন হয়, সেই সময় এইরূপ জানতে হবে যে, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়েছে। এবং-

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১২।।

হে অর্জুন! রজোগুণ বর্ধিত হলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্ত হবার প্রচেষ্টা, কর্ম আরম্ভ, অশান্তি অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা, বিষয়ভোগের স্পৃহা এই সকল উৎপন্ন হয়। তমোগুণের বৃদ্ধিতে কি হয়?–

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩।।

অর্জুন! তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে **'অপ্রকাশঃ'**- (প্রকাশ পরমাত্মার দ্যোতক) ঈশ্বরীয় প্রকাশের দিকে না এগোনোর স্বভাব, **'কার্যম্ কর্ম'**-যা' করনীয় প্রক্রিয়া তাতে প্রবৃত্তির অভাব, অন্তঃকরণে ব্যর্থ চেষ্টা সকলের প্রবাহ এবং সংসারে বিমুগ্ধ করে যে প্রবৃত্তিগুলি-এই সমস্ত উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত গুণের সম্বন্ধে জানা থাকলে কি লাভ?—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্প্রতিপদ্যতে।।১৪।।

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে এই জীবাত্মা দেহত্যাগ করলে উত্তম কর্মকারীদের পাপমুক্ত দিব্য লোকাদিকে লাভ করে। এবং-

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫।।

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে যাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর কর্মে আসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মূঢ়যোনিতে জন্ম হয়, যার মধ্যে কীট-পতঙ্গাদিপর্যন্ত যোনির বিস্তার আছে। অতএব গুণত্রয়ের মধ্যে মানুষকে সাত্ত্বিক গুণধর্মেযুক্ত হওয়া উচিত। প্রকৃতির এই সুরক্ষিত ভাণ্ডার আপনার দ্বারা অর্জিত গুণসকলকে মৃত্যুর পরে আপনাকে সুরক্ষিত ফিরিয়ে দেয়। এখন এর পরিণাম দেখুন-

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬।।

সাত্ত্বিক কর্মের ফল সাত্ত্বিক, নির্মল, সুখ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাদি বলা হয়েছে। রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান। এবং—

সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ।।১৭।।

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান জন্মে (ঈশ্বরীয় অনুভূতিকে জ্ঞান বলা হয়), ঈশ্বরীয় অনুভূতির সঞ্চার হয়। রজোগুণ থেকে নিঃসন্দেহে লোভ উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ, আলস্য (অজ্ঞান) উৎপন্ন হয়। এই সকল উৎপন্ন হয়ে কোন্ গতি প্রদান করে?—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮।।

সত্ত্বগুণে স্থিত পুরুষগণ '**ঊর্ধ্বমূলম্**'—সেই মূল পরমাত্মার দিকে এগিয়ে যান, নির্মল লোকাদিতে গমন করেন। রজোগুণে স্থিত রাজসিক ব্যক্তিগণ মধ্যম শ্রেণীর মানুষ হয়, যাদের '**সাত্ত্বিকম্**'—বিবেক, বৈরাগ্য থাকে না এবং অধম কীট-পতঙ্গ যোনিগুলিতেও জন্ম হয় না বরং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিত তমোগুণে প্রবৃত্ত তামসিক ব্যক্তিগণ 'অধোগতিঃ' অর্থাৎ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে ত্রিগুণই কোন না কোনরূপে যোনির কারণ। যাঁরা এই গুণত্রয় অতিক্রম করেন, তাঁরা জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং আমার স্বরূপ লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বলছেন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি।।১৯।।

যে কালে দ্রষ্টা আত্মা ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে দেখেন না এবং ত্রিগুণের অতীত পরমতত্ত্ব '**বেত্তি**'- বিদিত হন, সেই সময় সেই পুরুষ আমার স্বরূপলাভ করেন। এটা বৌদ্ধিক মান্যতা নয় যে গুণ গুণেতেই আবর্তিত হয়। সাধনা করতে করতে সাধক এমন এক অবস্থাতে এসে পৌঁছান, যখন সেই পরম-এর অনুভূতি লাভ হয়, তখন ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তা বলে দেখতে পান না। সেই সময় পুরুষ ত্রিগুণাতীত হন। এটা কল্পিত মান্যতা নয়। এই প্রসঙ্গেই আরও বলছেন—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে।।২০।।

পুরুষ স্থূল দেহোৎপত্তির কারণরূপ এই গুণত্রয় অতিক্রম করে, জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধাবস্থা এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃত তত্ত্ব লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্‌গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌গুণানতিবর্ততে।।২১।।

প্রভু! এই ত্রিগুণকে যিনি অতিক্রম করেন, তাঁর লক্ষণ কি? তাঁর আচরণ কিরূপ এবং কি উপায়ে পুরুষ গুণাতীত হন?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২।।

অর্জুনের উপর্যুক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন— অর্জুন! যিনি পুরুষ সত্ত্বগুণের কার্যরূপ ঈশ্বরীয় প্রকাশ, রজোগুণের কার্যরূপ প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্যরূপ মোহে প্রবৃত্তি হলে দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হলে সেই সকলের আকাঙ্ক্ষাও করেন না এবং—

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩।।

এইরূপ উদাসীনের সদৃশ স্থিত যিনি, তিনি গুণসমূহদ্বারা বিচলিত হন না, গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত-এইরূপ জেনে সেই অবস্থা থেকে সরে যান না, তখন তিনিই গুণাতীত।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪।।

যিনি নিরন্তর স্বয়ং-এ অর্থাৎ আত্মভাবে স্থিত, সুখ ও দুঃখে সম, মৃৎ, পিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁর সমভাব, ধৈর্যবান্, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্যজ্ঞান, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁর সমবুদ্ধি এবং—

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫।।

যিনি মান ও অপমানে সম, মিত্র ও শত্রুপক্ষেও সম, যিনি সকল আরম্ভের ত্যাগী, সেই পুরুষকে গুণাতীত বলা হয়।

শ্লোক সংখ্যা ২২ থেকে ২৫ পর্যন্ত গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ও আচরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি বিচলিত হন না, গুণসমূহ বিচলিত করতে পারে না, স্থিরভাবে অবস্থান করেন। এখন প্রস্তুত গুণাতীত হবার বিধি—

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্‌সমতীত্যৈতান্‌ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬।।

যে পুরুষ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য সাংসারিক স্মরণগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, যোগদ্বারা অর্থাৎ সেই নির্ধারিত কর্মদ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনি উত্তমরূপে ত্রিগুণকে অতিক্রম করে পরব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হবার যোগ্য হন, যাকে কল্প বলা হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়াই বাস্তবিক কল্প। অনন্যভাবে নিয়ত কর্মের আচরণ না করে কেউ গুণাতীত হয় না। অবশেষে যোগেশ্বর নির্ণয় করলেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭।।

হে অর্জুন! সেই অবিনাশী ব্রহ্মের (যার সঙ্গে তিনি কল্প করেন, যাঁর মধ্যে তিনি গুণাতীত একীভাবে স্থিত হন।), অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং সেই অখণ্ড একরস আনন্দের আমিই আশ্রয় অর্থাৎ পরমাত্মস্থিত সদ্‌গুরুই এদের সকলের আশ্রয়। কৃষ্ণ যোগেশ্বর ছিলেন। এখন যদি আপনি অব্যক্ত, অবিনাশী, ব্রহ্ম, শাশ্বত ধর্ম, অখণ্ড, একরস আনন্দ পেতে চান, তাহলে কোন তত্ত্বস্থিত, অব্যক্তস্থিত মহাপুরুষের আশ্রয়ে যান। তাঁর দ্বারাই উপরোক্ত স্থিতিলাভ করা সম্ভব।

নিষ্কর্ষ —

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুন! জ্ঞান সমূহের মধ্যে অতি উত্তম পরমজ্ঞান সম্বন্ধে আমি পুনরায় তোমাকে বলব, যা' জেনে মুনিগণ উপাসনাদ্বারা আমার স্বরূপলাভ করেন, তারপর সৃষ্টির আদিতে তাঁরা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না; কিন্তু দেহত্যাগ নিশ্চয় হয়। সেই সময় তাঁরা ব্যথিত হন না। তাঁরা সেই দিনই দেহত্যাগ করেন, যেদিন স্বরূপলাভ করেন। প্রাপ্তি জীবিত অবস্থাতেই হয়; কিন্তু দেহান্তের সময়ও তাঁরা ব্যথিত হন না।

প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণই এই জীবাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। দুটি গুণকে অভিভূত করে তৃতীয় গুণের বৃদ্ধি সম্ভব। গুণ পরিবর্তনশীল। প্রকৃতি অনাদি, এর বিনাশ হয় না; বরং ত্রিগুণের প্রভাব এড়ানো যেতে পারে। গুণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে ঈশ্বরীয় প্রকাশ ও বোধশক্তি জাগে। রজোগুণ রাগাত্মক। সেই সময় কর্মের প্রতি লোভ, আসক্তি এই সমস্ত উৎপন্ন হয় এবং অন্তঃকরণে তমোগুণ কার্যরূপ নিলে আলস্য-প্রমাদ ঘিরে ফেলে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পুরুষ শ্রেষ্ঠ নির্মললোকাদিতে জন্মগ্রহণ করে। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে মানুষ মানব-যোনিতে উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করে (পশু, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি) অধম যোনিতে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য মানুষকে ক্রমশঃ উন্নত সাত্ত্বিক গুণের দিকে এগোনো উচিত। বস্তুতঃ এই ত্রিগুণই কোন না কোন যোনির কারণ। এই গুণই আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে সেইজন্য গুণাতীত হওয়া উচিত।

পুরুষ যে গুণত্রয় থেকে মুক্ত হন, তার স্বরূপ বলবার পর যোগেশ্বর বললেন যে, অষ্টধা মূল প্রকৃতি গর্ভধারিণী মাতা এবং আমিই বীজরূপ পিতা। অন্য কেউ মাতা অথবা পিতা নয়। যতক্ষণ এই ক্রম চলবে, ততক্ষণ চরাচর জগতে নিমিত্তরূপে কেউ না কেউ মাতা-পিতা হতেই থাকবে; কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতিই মাতা ও আমিই পিতা।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন তিনটি প্রশ্ন করেছেন যে, গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি? আচরণ কিরূপ? কোন্ উপায়ে মানুষ এই ত্রিগুণের অতীত হন? এইরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ এবং আচরণ বললেন এবং শেষে গুণাতীত হবার উপায় বললেন যে, যে পুরুষ অব্যভিচারিণী ভক্তি ও যোগদ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হন। অন্য কারও চিন্তন না করে নিরন্তর ইষ্টের চিন্তন করা অব্যভিচারিণী ভক্তি। যিনি সংসারের সংযোগ-বিয়োগ থেকে সর্বথা মুক্ত তারই নাম যোগ, তাকে কার্যরূপে অনুষ্ঠিত করার নাম কর্ম। যজ্ঞ যারদ্বারা সম্পন্ন হয়, সেই ক্রিয়া কর্ম। অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা সেই নিয়ত কর্মের আচরণদ্বারাই পুরুষ ত্রিগুণাতীত হন এবং অতীত হয়ে পুরুষ ব্রহ্মে একীভূত এবং পূর্ণকল্প প্রাপ্ত করার যোগ্য হন। গুণ যে মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করে, তা বিলয় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রহ্মে একীভূত হওয়া সম্ভব, একেই বাস্তবিক কল্প বলে। অতএব ভজন না করে কেউ গুণাতীত হতে পারেন না।

অবশেষে যোগেশ্বর নির্ণয় করলেন যে, সেই গুণাতীত পুরুষ যে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবে স্থিত হন, সেই ব্রহ্মের, অমৃততত্ত্বের, শাশ্বত ধর্মের এবং অখণ্ড একরস আনন্দের আমি আশ্রয় অর্থাৎ প্রধান কর্তা। এখন শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে নেই, এখন সেই আশ্রয় চলে গেছে। বড় সংশয়ের বিষয়, সেই আশ্রয় এখন কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তিনি যোগী ছিলেন, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ ছিলেন। '**শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌।**' অর্জুন বলেছিলেন—আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবারই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ বলেছেন এবং তাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন। অতএব স্পষ্ট হল যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা, যোগী ছিলেন। এখন আপনি যদি অখণ্ড একরস আনন্দ, শাশ্বত ধর্ম অথবা অমৃততত্ত্ব লাভের ইচ্ছুক, তাহলে এই সকল প্রাপ্তির স্রোত একমাত্র সদ্‌গুরু। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ণদ্বারা এসকল লাভ করা অসম্ভব। যখন সেই মহাপুরুষ আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে রথী হয়ে যান, তখন ধীরে ধীরে অনুরাগীকে সঞ্চালিত করতে করতে তার স্বরূপপর্যন্ত, যাতে তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, পৌঁছিয়ে দেন। মহাপুরুষই একমাত্র মাধ্যম। এইরূপ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সকলের আশ্রয় বলে এই চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত করলেন। যাতে গুণসমূহের বর্ণনা বিস্তারপূর্বক করা হয়েছে, অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎষু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'গুণত্রয়বিভাগযোগো' নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।।১৪।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্‌ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'গুণত্রয় বিভাগ যোগ' নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'গুণত্রয়বিভাগযোগো' নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।।১৪।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'গুণত্রয় বিভাগ যোগ' নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।